গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
www.mora.gov.bd

ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উত্তম চর্চা - ২০১৯-২০

১। হজযাত্রীদের সৌদি আরবের ইমিগ্রেশন ও লাগেজ ব্যবস্থাপনা সহজিকরণ

সৌদি আরবের বিমানবন্দরে বাংলাদেশী হজযাত্রীদের ইমিগ্রেশন এর সময় অনেক সময় অপেক্ষা করতে হয়। ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপেক্ষা করার কারনে হজযাত্রীরা অনেক কষ্ট ও দুর্ভোগের শিকার হন। হজযাত্রীদের বাংলাদেশ থেকে সৌদি আরবের বিমানবন্দরে দীর্ঘক্ষণ ভ্রমণের পর আবার এই ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপেক্ষা করার কারনে অনেক হজযাত্রী অসুস্থ হয়ে পরেন।

এ বছর হজ ব্যবস্থাপনায় অন্যতম সফলতা হল সৌদি কর্তৃপক্ষের "Makkah Route Initiative" ফ্রেমওয়ার্ক এর আওতায় সৌদি আরবের ইমিগ্রেশন বাংলাদেশেই সম্পন্ন করার উদ্যোগ গ্রহণ করে তা সফলভাবে বাস্তবায়ন। সৌদি আরবের বিমানবন্দরে বাংলাদেশী হজযাত্রীদের অপেক্ষার সময় ও কষ্ট কমিয়ে আনার লক্ষ্যে বাংলাদেশ এ বছর প্রথম অত্যন্ত সফলতার সাথে বাংলাদেশি হজযাত্রীদের সৌদি আরব অংশের ইমিগ্রেশন জেদ্দার পরিবর্তে ঢাকায় সম্পন্ন করা সম্ভব হয়েছে। সৌদি ইমিগ্রেশন কর্তৃপক্ষের চাহিদা মোতাবেক প্রয়োজনীয় অবকাঠামো, আইটি সহযোগিতা ও নিয়মিত সম্বনয় সাধন করা হয়। এ কার্যক্রমের ফলে সৌদি আরবের জেদ্দায় বাংলাদেশী হজযাত্রীদের বিমান বন্দরে ০৬ থেকে ০৮ ঘন্টা অপেক্ষার সময় ও কষ্ট লাগব হয়েছে। প্রথম বছরেই অত্যন্ত সফলতার সাথে বাংলাদেশের প্রায় অর্ধেক হজযাত্রীর ইমিগ্রেশন সম্পন্ন হয়েছে। এই ব্যবস্থাপনার ফলে বাংলাদেশি হজযাত্রীগণ অত্যন্ত সহজে দ্রুততম সময়ে ঢাকায় ইমিগ্রেশন সম্পন্ন করেছেন এবং যারা জেদ্দায় ইমিগ্রেশন করেছেন তারাও অনেক সহজ ও দ্রুততম সময়ে ইমিগ্রেশন সম্পন্ন করতে পেরেছেন।

২। হজযাত্রীদের লাগেজ ব্যবস্থাপনা সহজিকরণ

হজযাত্রীদের সৌদি আরবে র ইমিগ্রেশন ইমিগ্রেশন সম্পন্ন হবার পর হজযাত্রীদের জেদ্দা বিমান বন্দর থেকে মক্কার বাড়িতে অথবা মদিনা বিমান বন্দর থেকে মদিনার বাড়িতে যাবার জন্য নির্ধারিত বাসে স্ব-স্ব লাগেজ উঠানোর জন্য আবার অনেক সময় অপেক্ষা করতে হয়।

হজযাত্রীদের লাগেজ পরিবহনের কষ্ট লাঘবের উদ্দেশ্যে Makkah Route Initiative কার্যক্রমের আওতায় এ বছর হজযাত্রীদের লাগেজ পরিবহন করা হয়েছে। ঢাকা এয়ারপোর্ট থেকে লাগেজ সরাসরি হজযাত্রীর মক্কাস্থ হোটেলের কক্ষে পৌঁছিয়ে দেওয়া হয়েছে। হজযাত্রী পৌঁছার পূর্বেই লাগেজ হজযাত্রীর ঠিকানায় পৌছে যাওয়ায় হাজীসাহেবগণ অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয়ে তাৎক্ষণিক ভাবে টেলিফোনে ধন্যবাদ জানান। তবে লাগেজের উপর নাম, ঠিকানা ও নির্ধারিত স্টিকার না থাকায় অল্প কিছু সংখ্যক লাগেজ খুঁজে পাওয়া যায়নি। দায়িত্ব প্রাপ্ত কোম্পানী প্রতিটি হারানো লাগেজের বিপরীতে উপযুক্ত পরিমাণ ক্ষতিপূরণ প্রদানের বিষয়টি নিশ্চিত করেছে। পৃথিবীর অন্য যে দেশসমূহ Makka Route Initiative ফ্রেমওর্য়াকের আওতায় কার্যক্রম পরিচালনা করেছে, বাংলাদেশের কার্যক্রম ছিল সব চেয়ে সফল ও সন্তোষজনক।

৩ এ বছরই প্রথম ইলেক্ট্রোনিক হেলথ প্রোফাইল

এবছরই প্রথম ইলেক্ট্রোনিক হেলথপ্রোফাইল সিস্টেম চালু করা হয়েছে। ইলেক্ট্রনিক টিকা প্রত্যয়ন পত্র সিস্টেমে সংযোজন করার ফলে সকল হজ যাত্রীর মেডিকেল প্রোফাইল হজযাত্রার পূর্বেই সম্পন্ন করা সম্ভব হয়েছে। শতভাগ হজযাত্রীর ভ্যাকসিন হেলথ প্রোফাইল সিস্টেম চালু করা হয়েছে। ফলে শতভাগ হজযাত্রীর ভ্যাকসিন প্রদান নিশ্চিত করা হয়েছে।

৪ কিউ ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম

লক্ষাধিক হজযাত্রীর চিকিৎসা সেবা সুশৃঙ্খল করার লক্ষ্যে কিউ সিস্টেম চালু করা হয়েছে। এর ফলে সম্মানিত হজযাত্রীদের দীর্ঘ সময় লাইনে দাঁড়াতে হয়নি। হজযাত্রীদের বিশেষ করে বয়স্ক হাজিদের মেডিকেল সেবাদ্রুত দেয়া সম্ভব হয়েছে। প্রতিমন্ত্রী মহোদয় মক্কা ও মদীনা শরীফে সরেজমিন চিকিৎসা সেবা কেন্দ্র পরিদর্শন করেন। এ সময় চিকিৎসা সেবা বিষয়ে হাজী সাহেবদের সাথে কথা বলেন। তারা চিকিৎসা সেবা সম্পর্কে উচ্ছসিত সন্তোষ প্রকাশ করেন।

৫। হজযাত্রীদের মোবাইলে SMS প্রেরণ

প্রতিটি বিষয়ে হজযাত্রীদের মোবাইলে SMS প্রেরণ এবং সকলের অবগতির জন্য পর্যাপ্ত প্রচারণা/বিজ্ঞাপন প্রদান করা হয়েছে। মোবাইল অ্যাপ্স ভিত্তিক রিপোর্টিং সিস্টেমের মাধ্যমে সার্বক্ষণিক হজের কার্যক্রম মনিটরিং করা সহজ হয়েছে।

হজযাত্রীদের জন্য প্রতি জেলায় ToT প্রশিক্ষণ জোরদার করা হয়েছে। ঢাকায় কেন্দ্রীয়ভাবে এবং সারা দেশে জেলা পর্যায়ে জেলা প্রশাসকদের সক্রিয় তত্ত্বাবধানে সকল হজ যাত্রীর জন্য উন্নত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। এর ফলে হজযাত্রীগণ অত্যন্ত সহজে হজ পালন সম্পন্ন করতে পেরেছেন।

৬। প্রতিষ্ঠানের পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা অভিযান

আমরা নিজ কর্মস্থল অনেক সময় পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখিনা যা একটি প্রতিষ্ঠানের সুষ্ঠু কাজের অন্তরায় এবং অনেক ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানের ভাবমুর্তিও ক্ষুন্ন হয়।

নিজ কর্মস্থল পরিস্কার পরিচ্ছন্নতার জন্য সাপ্তাহিক/মাসিক পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা অভিযান চলবে যেখানে প্রতিষ্ঠানের সকল কর্মকর্তা কর্মচারী অফিসের নির্দিষ্ট একটা সময় এই অভিযানে অংশগ্রহণ করবেন। এছাড়াও প্রতিষ্ঠানের সকলের নিজেদের ডেস্ক /ফাইলপত্রাদি যাতে সুন্দরভাবে সন্নিবেশিত করা যায় সে বিষয়েও পদক্ষেপ নেয়া এবং

এক্ষেত্রে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উদ্ভাবনও করা যেতে পারে। এ সকল কাজের সার্বিক সমন্বয়ের জন্য প্রতিষ্ঠানের একজন ফোকাল পার্সন কাজ করছেন।

উক্ত উদ্ভাবনী উদ্যোগ মন্ত্রণালয়ে চালু করা হয়েছে এবং আওতাধীন দপ্তর সমূহে চালু করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।

এই উদ্যোগ এর ফলে কি উপকার/উন্নয়ন হয়েছেঃ নিজ কর্মস্থল পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা রাখার ফলে একটি সুন্দর কর্মপরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে।

প্রতিষ্ঠানের পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা অভিযান

৭। স্বাস্থ্য সচেতনতা বিষয়ক উদ্ভাবনী উদ্যোগঃ কর্মব্যস্ত জীবনে মানসিক ও শারীরিক সমস্যাকে দূরে ফেলে কাজের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠান ও জনগণকে সেবা প্রদান।

কর্মব্যস্ত জীবনে বেড়েছে কাজের চাপ। এর সঙ্গে বেড়েছে মানসিক চাপও। যাকে আমরা বলি স্ট্রেস। এছাড়া দাপ্তরিক কাজের ব্যস্ততার কারনে চাকুরীজীবীদের শারীরিক পরিশ্রমও কম হয় এবং খাদ্যভ্যাস এর প্রতিও যত্নবান কম হন। এ সকল কারনে হৃদরোগ , ডায়াবেটিস, উচ্চ রক্তচাপের মতো কঠিন সব অসংক্রামক ব্যধির আশংকা অনেক অংশে বেড়ে যায়।

শরীর চর্চা, ব্যায়াম, খাদ্যভ্যাস এর মাধ্যমে এ অবস্থা থেকে মুক্তি পাওয়া যেতে পারে। আমরা কম বেশি এই বিষয়ে অবগত হলেও দাপ্তরিক কাজের ব্যস্ততার কারনে তা অনেক সময় হয়ে করা হয়ে উঠে না বলে আমরা মনে করি। এ কারনে প্রতিদিন সকালে সকল কর্মকর্তা /কর্মচারীগণ অফিসে আসার পর একটা নির্ধারিত সময়ে ব্যায়াম ও কিছু শরীর চর্চা করবে। এ বিষয়ে একজন ফোকাল পার্সন কাজ করছেন । যিনি মাঝে মাঝে প্রত্যেক কর্মকর্তা/কর্মচারীকে শরীর চর্চা , ব্যায়াম, খাদ্যভ্যাস বিষয়ে সচেতন ও পরামর্শ প্রদান করবেন , বিএমআই (BMI) বা বডি মাস ইনডেক্স (স্থুলতা সমস্যা ভুগছেন কিনা তার পরিমাপ পদ্ধতি), উচ্চ রক্তচাপ পরীক্ষা, স্বাস্থ্য বিষয়ক টিপস এবং যাবতীয় রুটিন চেকআপের জন্য পরামর্শ প্রদান করতে পারেন। এছাড়াও মাসে অন্তত একবার একজন চিকিৎসক মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের উচ্চ রক্তচাপ, বিএমআই সহ প্রয়োজনীয় পরীক্ষা করবেন।

উক্ত উদ্ভাবনী উদ্যোগ মন্ত্রণালয়ে চালু করা হয়েছে এবং আওতাধীন দপ্তর সমূহে চালু করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।

এই উদ্যোগ এর ফলে কি উপকার/উন্নয়ন হয়েছেঃ এর মাধ্যমে একজন কর্মকর্তা কর্মব্যস্ত জীবনেও সফল ও সুন্দরভাবে সকল মানসিক ও শারীরিক সুস্থতার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠান ও জনগণকে সেবা প্রদান করতে পারবেন।

স্বাস্থ্য সচেতনতা বিষয়ক উদ্ভাবনী উদ্যোগ